[illegible]

[illegible]

[illegible] : [illegible]

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة
هاتف: ٩٦٦١١٤٤٥٤٩٠٠+ فاكس: ٩٦٦١١٤٩٧٠١٢٦+ ص ب: ٢٩٤٦٥ الرياض: ١١٤٥٧
ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH
P.O.BOX 29465 RIYADH 11457 TEL: +966 11 4454900 FAX: +966 11 4970126

OFFICERABWAH

أبواب المعاصي

الجزء الأول

(باللغة البنغالية)

عبد الله شهيد عبد الرحمن

مراجعة: د/ محمد منظور إلهي

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة
هاتف: ٩٦٦١١٤٤٥٤٩٠٠+ فاكس: ٩٦٦١١٤٩٧٠١٢٦+ ص ب: ٢٩٤٦٥ الرياض: ١١٤٥٧
ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH
P.O.BOX 29465 RIYADH 11457 TEL: +966 11 4454900 FAX: +966 11 4970126

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা............ প্রতিটি গুনাহের কিছু উপকরণ রয়েছে যা মানুষকে তাতে লিপ্ত হওয়ার প্রতি আহ্বান করে। গুনাহ থেকে পরহেয থাকার জন্যে সে উপকরণসমূহ সম্পর্কে পূর্ণ ধারনা থাকা অত্যাবশ্যক। প্রবন্ধে বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করা হয়েছে।

1

গুনাহের দরজা পর্ব-১ গুনাহের কিছু কারণ ও ভূমিকা রয়েছে যা গুনাহের প্রতি টেনে নিয়ে যায় এবং তার কিছু প্রবেশ পথ রয়েছে যা সেখানে প্রবিষ্ট করে দেয়। গুনাহ থেকে বিরত ও বেঁচে থাকার জন্য এই সব বিষয়ের জানা নিতান্ত অপরিহার্য।
আল্লাহর অবাধ্য আচরণের অনেক কারণ রয়েছে। তন্মধ্যে সর্ববৃহৎ হলো, অপ্রয়োজনীয় ও নিরর্থক কাজে মানুষের জড়িয়ে পড়া। তাকে দীন বা দুনিয়ার কোনো উপকার করবে না। উপরন্তু নিরর্থক কাজ বর্জন করা মানুষের ইসলামের 2

পরিপূর্ণতা ও তার ঈমান বৃদ্ধির পরিচায়ক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ المَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ»

“মানুষের সর্বোত্তম ইসলাম হলো নিরর্থক কাজ বর্জন করা।”[1]

অতএব, যে ব্যক্তি অনর্থক কাজে ব্যস্ত রইল এবং দুনিয়ার কাজে তার পূর্ণ

[1] সুনান তিরমিযী, হাদীস নং ২৩১৭; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৩৯৭৬। আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন, সুনান তিরমিযী, হাদীস নং ১৮৮৭।

সময় ব্যয় করল এবং অধিক হারে মুবাহ কাজ করল -এ মুবাহ কাজ দ্বারা আল্লাহর আনুগত্য করার সাহায্য চাওয়া ছাড়া সে তার জন্য গুনাহের উপকরণসমূহ উন্মুক্ত করে দিল।
তবে মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমূহ-ই হলো গুনাহের দরজা। আর সবচেয়ে ক্ষতিকারক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। ইবনুল কাইয়্যেম রহ. বলেন, যে ব্যক্তি চতুষ্টয়কে সংরক্ষণ করল সে তার দীনকে নিরাপদ করল সে গুলো হলো, মুহূর্ত ও সময়, ক্ষতিকারক

4

বস্তুসমূহ, বাকশক্তি ও পদক্ষেপসমূহ।
অতএব, এই চারটি দরজায় নিজের পাহারাদার নিযুক্ত করা উচিত। এগুলোর প্রাচীরসমূহে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা সৃষ্টি করবে। কেননা এগুলোর মাধ্যমেই শত্রু পরবশ করে তাকে। অতঃপর সে গোটা ভূমিকে গ্রাস করে নেয় এবং প্রবল পরাক্রম হয়ে বিস্তার লাভ করে। মানুষের কাছে অধিকাংশ গুনাহ এ চারটি পথেই প্রবেশ করে থাকে। সুতরাং গুনাহের উপকরণ ও যেসব প্রবেশপথে গুনাহ বিস্তার লাভ করে থাকে 5

সেগুলো সম্পর্কে সম্যক অবগতি লাভ করা মানুষের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। যেন সে সেসব থেকে বেঁচে থাকতে পারে। এখন সেসব বিষয়ের বিশদ আলোচনা উপস্থাপিত হচ্ছে। প্রথমতঃ দৃষ্টিশক্তি: মানুষ দৃষ্টিশক্তি থেকে কোনোভাবেই অমুখাপেক্ষী নয়। যা দ্বারা সে তার পথ দেখতে পারে এবং তার গন্তব্য চিনতে পারে এবং যা দ্বারা সে তার স্রষ্টার সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে। কিন্তু আমাদের বাস্তব সম্পর্কে চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই 6

পর্যবেক্ষণ করছেন সে , এ
মহান নি ‘আমত দ্বারা মানুষ
কীভাবে অনর্থক কাজের
উদ্দেশ্যে সীমা -লঙ্ঘন
করছে, যা কোনো প্রগতিবাদী
সার্থক উন্নতির জন্য
প্রচেষ্টাকারীর কর্ম হতে
পারে না। মহান আল্লাহ
বলেন,
﴿لِمَن شَآءَ مِنكُمۡ أَن يَتَقَدَّمَ أَوۡ يَتَأَخَّرَ ٣٧﴾ [المدثر: ٣٧]
“যার ইচ্ছে সামনে অগ্রসর
হোক, যার ইচ্ছে পশ্চাৎপসরণ
করুক।” [সূরা আল-
মুদ্দাসসির , আয়াত: ৩৭] এবং
সন্দেহ নেই যে , দৃষ্টিকে
নিছক নিরর্থক বিষয়ে নিবন্ধ
করা উচিৎ নয়।

যদিও তা মুবাহ হোক বা না এবং নিজদের দৃষ্টি সংযত রাখার ব্যাপারে যত্নশীল হতে হবে যদিও তা যতই কঠিন হোক না কেন এবং তা অপরিষ্কার নয় যে, এ মুবাহ দৃষ্টি নিষিদ্ধ হতে পারে যখন তা দায়িত্ব পালনে গাফেল বানাবে।
অর্থহীন দৃষ্টি: অপকারী বইপত্র ও ম্যাগাজিন পড়ার জন্য দৃষ্টি বোলানো যেমন কাল্পনিক গল্প ও রহস্য গল্প। বিভিন্ন ঘটনা ও চরিত্রের কাল্পনিক বর্ণনার মাধ্যমে মনের স্থূল আনন্দ ছাড়া এগুলোতে অর্থবহ কিছু নেই। এমনিভাবে 8

উপকার শূন্য আরো বিভিন্ন মাধ্যমে যেমন ক্রীড়াও শিল্পের সংবাদ ও কুকুরের সংবাদ ইত্যাদি। যখন বিষয়টি এরূপ তাহলে হারাম ও নিষিদ্ধ বস্ত্তর প্রতি দৃষ্টিদান আরো অধিক নিরর্থক কাজ। বিশেষতঃ মানুষের গোপনাঙ্গের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা। কেননা তা আরো বেশি নিন্দনীয় কাজ ঐ সত্তার নিকট যিনি চক্ষুসমূহের খিয়ানত ও অন্তর এর গোপন সবকিছুর খবর রাখেন এবং যার মন নিষিদ্ধ দৃষ্টির মাধ্যমে তার অন্তরকে হারাম থেকে বিরত রাখতে চায় তবে তা তার জন্য 9

বৈধ। কেননা, তা দু’টি ক্ষতির মধ্যে লঘুতর এবং এ চিকিৎসা প্রয়োগের মাধ্যমে সে তার অন্তরকে কল্যাণময় দৃষ্টির দিকে ফিরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবে এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি, যা দৃষ্টি এবং অন্যান্য বিষয় যথা অন্তর কথা ও সক্রিয় কর্মের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
দ্বিতীয়তঃ জিহ্বা: মানুষের অর্থহীন আচরণ যেমন কাজের ক্ষেত্রে হয় তদ্রূপ কথার ক্ষেত্রেও হয়। কেননা কথাও তার কাজের অংশ। তবে এ বিষয়ে অধিকাংশ মানুষই বেখবর। তাই তারা তাদের 10

কথাবার্তাকে কর্মের অঙ্গীভূত মনে করে না। উমার ইবন আব্দুল আযীয তাদের জন্য এ বিষয়টির তাৎপর্য সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন। তিনি বলেন ,

«مَنْ عَلِمَ أَنَّ الْكَلاَمَ مِنْ عَمَلِهِ أَمْسَكَ عَنِ الْكَلاَمِ إِلاَّ فِيْمَا يَعْنِيْهِ»

"যে জানবে যে তার কথা কর্মেরই অংশ সে নিরর্থক কথা থেকে নিবৃত্ত থাকবে। "[2] বরং নিরর্থক কাজ থেকে বিরত থাকার নিকটতম উদ্দেশ্যে হলো জিহবাকে অর্থহীন কথা

---

[2] ইমাম আহমদের 'কিতাবুজ জুহুদ', পৃষ্ঠা : ২৯৬। ইবন রজবের 'জামে আল-উলুম ওয়ালহিকাম', খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৯১।

থেকে বাঁচিয়ে রাখা। এ বিষয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা সাক্ষ্য দিচ্ছে ,

«إِنَّ مِنْ حُسْـنِ إِسْـلامِ الْمَـرْءِ، قِلَّةَ الْكَلامِ فِيمَا لَا يَعْنِيهِ»

“মানুষের সৌন্দর্য্য ইসলাম হলো অর্থহীন কথা থেকে জিহ্বাকে বাঁচিয়ে রাখা। ”[3]

আবুদ দারদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেছেন ,

«مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ قِلَّةُ الْكَلَامِ فِيْمَا لاَ يَعْنِيْهِ»

---

[3] . মুসনাদ আহমাদ , হাদীস নং ১৭৩২।

“মানুষের বুদ্ধিমত্তার অংশ বিশেষ হলো নিরর্থক বিষয়ে কথার স্বল্পতা।”[4]

মানুষের বাক্য সংযমের ক্ষেত্রে আল্লাহর বাণী যথেষ্ট যে, তিনি বলেছেন,

﴿مَّا يَلۡفِظُ مِن قَوۡلٍ إِلَّا لَدَيۡهِ رَقِيبٌ عَتِيدٞ ١٨﴾ [ق: ١٨]

“মানুষ যে কথা উচ্চারণ করে তার নিকট রয়েছে রক্ষণশীল প্রহরী”। [সূরা ক্বাফ, আয়াত: ১৮]

এবং নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

---

4 . আদাবুল মুজালিসা, ইবন আব্দুল বার, পৃ. ৬৮।

«وَهَــــلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُـــــوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَـــــاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ»

“মানুষকে তাদের চেহারা বা কাঁধের উপর দিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে কেবল তাদের জিহ্বার শস্যসমূহ (কথা)। ”[5]

জিহ্বাকে সংযত রাখবে এভাবে যে কোনো শব্দ অনর্থক উচ্চারিত হবে না কেবলমাত্র ঐসব বিষয়ে কথা বলবে যেখানে তার দীনের ক্ষেত্রে লাভ ও বৃদ্ধির আশা করা যায়। যখন সে কথা বলবে চিন্তা করবে তাতে কোনো লাভ ও কল্যাণ আছে কি নেই ? যদি কোনো লাভ

---

[5] . সুনান তিরমিযী , হাদীস নং ২৬১৬ ; মুসনাদ আহমাদ , হাদীস নং২২০১৬

[illegible], [illegible]? [illegible] ‘[illegible],

«خَمْسًا لَهُنَّ أَحْسَنُ مِنَ الدُّهْمِ الْمُوقَفَةِ: لا تَكَلَّمْ فِيمَا لا يَعْنِيكَ، فَإِنَّهُ فَضْلٌ، وَلا آمَنُ عَلَيْكَ الْوِزْرَ، وَلا تَتَكَلَّمْ فِيمَا يَعْنِيكَ حَتَّى تَجِدَ لَهُ مَوْضِعًا، فَإِنَّهُ رُبَّ مُتَكَلِّمٍ فِي أَمْرٍ يَعْنِيهِ، قَدْ وَضَعَهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ فَعَنَتَ»

“[illegible]

তবে জিহ্বার নড়াচড়ার
মাধ্যমেই প্রকাশ পায়।
কেননা তার অভিব্যক্তি চেহারায় ফুটে ওঠে চাই সে চাক বা অস্বীকার করুক”।

6

আশ্চর্যের বিষয় হলো,
মানুষের জন্য হারাম বস্তু খাদ্য হিসেবে গ্রহণ,
যুলুম, ব্যভিচার, চুরি,
মদ্য পান এবং নিষিদ্ধ
দৃষ্টিদান ইত্যাদি বিষয়
থেকে বেঁচে থাকা সহজ হয়। আর তার পক্ষে জিহ্বার আন্দোলন থেকে নিবৃত্ত থাকা খুবই কঠিন বিষয়। তাই তুমি এমন লোক দেখতে পাবে যার

6. আসসমত, ইবন আবুদ দুনয়া, পৃষ্ঠা: ৯৫।
16

কাছে দীন, ইবাদত এবং দুনিয়া বিমুখতা সম্পর্কে পরামর্শ করা হয়। অথচ ঐ ব্যক্তি এমন সব কথা বলে যা তাকে নির্ঘাত আল্লাহর ক্রোধে নিপতিত করবে এবং এমন বৈপরীত্য কথাবার্তা বলে যা আকাশ ও জমিনের চেয়ে ও অধিক দূরত্ব রাখে এবং তুমি এমন অনেক লোক দেখেতে পাবে যারা অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে অনেক সচেতন অথচ তার জিহ্বা জীবিত বা মৃত সকলের ব্যাপারেই নির্বিচারে মন্তব্য করে সে কী বলেছে এ ব্যাপারে তার কোনো পরওয়া নেই।

17

অর্থহীন কথাবার্তার সীমা বা পরিধি:
এমন কথাবার্তা বলা যদি সে চুপ থাকে তবে সে গুনাহগার হবে না এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতে তার কোনো ক্ষতি ও সাধিত হবে না। যেমন নিত্য দিনের ঘটনা এমন খাবার পোশাক ইত্যাদির আলোচনা এবং অপরকে তার ইবাদাত সম্পর্কে প্রশ্ন করা এবং তার অবস্থান ও অপরের সঙ্গে তার কথাবার্তার অবস্থান ও কথাবার্তার বিবরণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা, যা দ্বারা জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি কোনো মিথ্যা বা ক্ষতি শিকার হয়।
18

প্রকৃতপক্ষে মানুষ:
আর নিরর্থক কথার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে অর্থপূর্ণ কাজের ক্ষেত্রে প্রয়োজনের চেয়ে অতিরঞ্জন করা। তবে এটা আপেক্ষিক বিষয়। অর্থহীন বেফায়দা কথাবার্তার ক্ষেত্রে ঈমানদের নিষিদ্ধকরণ সংক্রান্ত আলোচনা অনেক বেশি।
এটা অস্পষ্ট নয় যে, গিবত, পরনিন্দা, অপবাদ ও মিথ্যা কথা বলা ইত্যাদি অধিক যুক্তিসঙ্গতভাবে হাদীসের অন্তর্ভুক্ত।
মোটকথা, জবানের ধ্বংসাত্মক পরিণাম ও তার বিপদসমূহের 19

পরিচয় লাভ এবং তা থেকে বেঁচে থাকার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া নেহায়েত জরুরি এই ভয়ে যে, এর মাধ্যমে এগুলোর সংঘটকরা ধ্বংস ও ক্ষতির মধ্যে নিপতিত হবে। ন্যূনতম এতটুকু উন্নীত হতে পারত তা থেকে বঞ্চিত হবে এবং অর্থহীন কথাবার্তায় অনেক ক্ষতি রয়েছে। যথা- রিযিক বিলম্বকরণ, হিফাযতকারী ফিরিশতাদের যন্ত্রণা প্রদান, আল্লাহর নিকট নিরর্থক কথাবার্তার রেকর্ড প্রেরণ ও শীর্ষ সাক্ষীদের সামনে সে আমলনামা পঠন, জান্নাতে 20

থেকে বাধা প্রদান , হিসাব , ভৎর্সনা , তিরস্কার , দলীল উপস্থাপন করা এবং আল্লাহর থেকে লজ্জা পাওয়া। হাদীসে এসেছে,

«إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُـــغَ مَا بَلَغَتْ فَيَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللــهِ مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُــغَ مَا بَلَغَتْ، فَيَكْتُبُ اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ»

“তোমাদের কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টিদায়ক কোনো কথা বলে অথচ সে ধারনা করতে পারে না তা কোথায় পৌঁছবে , অতঃপর আল্লাহ তার জন্য কিয়ামতের সাক্ষাৎ দিবসে আপন সন্তুষ্টি লিপিবদ্ধ

করে রাখেন এবং তোমাদের একই আল্লাহর অসন্তোষ প্রদানকারী কোনো কথা বলে অথচ সে ধারনাও করতে পারে না তার পরিণাম কী হবে, অতঃপর আল্লাহ কিয়ামত দিবসের জন্য তার প্রতি অসন্তুষ্টি লিখে রাখেন।”

7

কথিত আছে, লোকমানকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তিনি কীভাবে তার মর্যাদাও সম্মানের আসন লাভ করেছেন। তিনি বলেছেন,

7. সুনান তিরমিযী, হাদীস নং ২৩১৯; হাদীসটিকে আলবানী সহীহ বলেছেন; সহীহ সুনান তিরমিযী, হাদীস নং ১৮৮৮।
22

«صِدْقُ الْحَدِيثِ، وَطُولُ السُّكُوتِ عَمَّا لَا يَعْنِينِي»

“[illegible]” [illegible],

«إِنَّمَا الْكَلَامُ أَرْبَعَةٌ: أَنْ تَذْكُرَ اللَّهَ، وَتَقْرَأَ الْقُرْآنَ، أَوْ تَسْأَلَ عَنْ عَلْم فَتُخْبَرَ بِهِ، أَوْ تَتَكَلَّمَ فِيمَا يَعْنِيكَ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاك»

“[illegible]: [illegible]- [illegible]

কথাবার্তা বলা।" [৪]
হাসান ইবন হুমাইদ বলেছেন,
إذا عقل الفتى استحيا واتقى :: وقلت من مقالته الفضول
"যখন কোনো যুবক বুদ্ধিদীপ্ত হবে সে সলাজ ও আল্লাহভীরু হবে এবং সে কথাবার্তায় পরিমিত ও স্বল্পভাষী হবে।"

---

৪ . আত-তামহীদ, ইবন আব্দুল বার, খণ্ড: ৯, পৃষ্ঠা: ২০২।